بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা-২০২২ উপলক্ষ্যে আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহরাজির ঈমান উদ্দীপক বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১২ আগস্ট, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্তাআলা আমাদের ব্রিটেনের বার্ষিক জলসা আয়োজন করার সুযোগ দিয়েছেন। আমরা তিন দিনে তাঁর অজস্র রহমত বর্ষণ হতে দেখেছি। জলসার জন্য ব্যবস্থাপনাকে বছর জুড়েই অনেক রকম প্রস্তুতি নিতে হয়, সবাই এর জন্য অপেক্ষায়ও থাকে, কিন্তু যখন জলসা আরম্ভ হয়ে যায় তখন টেরই পাওয়া যায় না কখন তিনটি দিন চোখের পলকে শেষ হয়ে গেল!

এই বছর, সাধারণ মানুষ এবং আমিও বিভিন্ন বিষয়ে শংকার মধ্যে ছিলাম, কেউ কেউ চিঠি লিখে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। আমি এবং জামাতের সদস্যরাও প্রার্থনা করছিলাম, আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত উদ্বেগ ও ভয়কে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দিয়েছিলেন। কোভিড মহামারী ছড়িয়ে পড়াও একটি কারণ ছিল, যাইহোক, এটি কিছু অংশগ্রহণকারীদের উপর হয়ত কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারে; তবে সাধারণভাবে, মহান আল্লাহ্ তাআলার অনেক রহমত রয়েছে।

জলসার পরবর্তী খুতবার পরিপ্রেক্ষিতে হুজুর আনোয়ার স্বেচ্ছাসেবক কর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন, অংশগ্রহণকারীদের অভিব্যক্তি এবং আল্লাহ্র রহমত সম্পর্কে বলেন, প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই সেই সকল কর্মীকে যারা জলসার প্রস্তুতি থেকে শেষ পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এবং এখনও কোনো না কোনোভাবে অব্যাহত কিংবা পরিসমাপ্তির কাজ করে চলেছেন। অতঃপর জলসা চলাকালীন বিভিন্ন বিভাগের পুরুষ এবং মহিলা স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরা সাধারণত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী উৎকৃষ্টরূপে সেবা প্রদান করেছেন; যার জন্য সকল অংশগ্রহণকারীদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত।

কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিও প্রকাশ্যে এসেছে উল্লেখ করে হুজুর বলেন, এত বড় ব্যবস্থাপনায় এসব দুর্বলতা ঘটে, কিন্তু প্রশাসনের কাজ এসব দুর্বলতা ও ত্রুটি দূর করা, যেমন, লাজনার খাবার পরিবেশন বিভাগের কিছু অভিযোগ বা অন্যান্য কিছু সমস্যা রয়েছে। এ বিষয়ে যারা চিঠি দিয়েছেন তাদের চিঠি আমি সাথে সাথে ম্যানেজমেন্টের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে অনুযায়ী তাদের উচিত এই ঘাটতিগুলো পর্যালোচনা করে তাদের লাল খাতায় লিপিবদ্ধ করা এবং আগামী বছর প্রতিটি বিভাগকে আরও ভালোভাবে পরিচালনা করার চেষ্টা করা।

এমটিএও খুব ভাল কভারেজ দিয়েছে। এবারও তারা নিজেরাই সমস্ত স্টুডিও প্রস্তুত করেছে এবং এতে হাজার হাজার পাউন্ড সাশ্রয় হয়েছে। এই বছরটিও এমন বছর ছিল যা অনেক উন্নত এবং অনুন্নত দেশকে জলসার কার্যক্রম চলাকালীন মিলিয়ে দিয়েছিল। এখানে বসে থাকা লোকেরা অন্যান্য দেশে বসবাসরত তাদের ভাইদেরও দেখছিলেন, সেখানে একটি ঐক্য ছিল যা আমরা এমটিএ ক্যামেরার চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি। এটা আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ, এমটিএ-এর কর্মীরা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য যে, আহমদীয়া জামা'তের ঐক্য বিশ্বের সামনে তুলে ধরে বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

এর পর হুযুর আনোয়ার আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা তাঁর নিজের এবং কতিপয় অ-আহমদী অতিথি এবং নবাগত আহমদী ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন অভিব্যক্তির আলোকে আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহরাজির কথা উল্লেখ করে বলেন, কীভাবে আল্লাহ্ তাআলা জলসার মাধ্যমে ইসলামের বাণী বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

যুগ খলীফার সাথে মানুষের প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন; নাইজারের একজন অ-আহমদী আলেম বন্ধু আবু বকর সিনি সাহেব; যিনি নিয়ামে শহরের একটি মসজিদের ইমামও। তিনি বলেন, তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে আহমদীদের খলীফার আনুগত্য ও খলীফার প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা; লোকেরা কীভাবে তাদের যুগ খলীফার একটি ইশারায় নিখুঁত আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল তার একটি নিদর্শন হল বক্তৃতার সময় ছিল সম্পূর্ণ নীরবতা ও নিস্তব্ধতা। অতঃপর তিনি বলেন, মনে হয় যেন এই ভালোবাসা স্বয়ং খোদা মানুষের অন্তরে স্থাপন করেছেন, কারণ এতে কৃত্তিমতার কোনো সংমিশ্রন ছিল না।

বুরকিনা ফাসোর একজন অ-আহমদী বন্ধু ইসহাক সাহেব বলেছেন; আপনার বার্ষিক জলসাটি খুবই চমৎকার ছিল, এর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, এক জায়গায় এত লোকের সমাগম এবং এক ইমামের আনুগত্য করা, এটা কোন অলৌকিক ঘটনার চেয়ে কম নয়, এই জলসাটি নিজেই নিজের উদাহরণ। কেউ বিশ্বাস করুন বা না করুন, আজকের আহমদিয়াতই হল খাঁটি ইসলাম এবং সেই দিন বেশি দূরে নয় যেদিন মানুষ এই সত্যকে চিনবে এবং এতে প্রবেশ করবে।

এরপর ফ্রেঞ্চ গায়ানার একজন সিরীয় অ-আহমদী মুসলমান অতিথি রয়েছেন। তিনি প্রথমবারের মতো জলসা দেখেছিলেন। মসজিদে এমটিএ আল আরাবিয়ার মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য জলসার অনুষ্ঠান দেখার ব্যবস্থাও ছিল। তিনি বলেন; 'আমি প্রথমবারের মতো জামাতের বাণী শুনছি এবং প্রথমবার আপনাদের খলীফার বক্তৃতা শুনলাম। আমি খুবই মুগ্ধ যে, মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি সংগঠন রয়েছে যেটি এভাবে ইসলামের প্রকৃত বাণী বিশ্বে পৌঁছে দিচ্ছে এবং একজন খলীফার আনুগত্য নিয়ে সারা বিশ্বে কাজ করছে। আমি অবশ্যই আপনার জামাত সম্পর্কে আরও অধ্যয়ন এবং গবেষণা করব, ইনশাআল্লাহ্।'

লাইবেরিয়া থেকে একজন অমুসলিম অতিথি বলেছেন; 'আহমদীদের যুগ খলীফার ভাষণ শুনে

আমি খুবই অভিভূত। ....এর আগে আমি শুনেছিলাম যে, আহমদীয়া জামাত একটি সুসংগঠিত দল, আজ আমি নিজ চোখে দেখেছি কিভাবে আহমদীয়া জামাত একজন নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত।'

জলসার শেষ দিনে জাম্বিয়ার একজন খ্রিষ্টান পাদ্রী হুযুর আনোয়ারের সমাপনী ভাষণ শুনে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। যুগ খলীফার ভাষণটি তার অত্যন্ত আশ্চর্যজনক লাগে বলে অনুভূতি প্রকাশ করেন।..... তিনি মন্তব্য করেন; 'আমি মনে করতাম যে ইসলাম নারীর অধিকার হরণ করেছে এবং নারীদের কোন প্রকার স্বাধীনতা দেয়নি, কিন্তু আজ এই বক্তৃতা শোনার পর আমার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে এবং ইসলাম নারীদের যে অধিকার দিয়েছে বলতে লজ্জাবোধ করব না খ্রিষ্টধর্ম তা দেয় নি!'

আইভরি কোস্টের একজন যেরে তবলীগ বন্ধু বলেছেন যে তিনি প্রথমবার টিভিতে কোন জলসা লাইভ দেখেছিলেন এবং এর ব্যবস্থাপনাগুলি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলেন; এত বড় জন সমাগমের সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে একটি সমাবেশে অংশগ্রহণ করা প্রমাণ করে যে খিলাফতের প্রশিক্ষণ তাদের উপর সুগভীর প্রভাব ফেলেছে। তিনি জানতেন না কিভাবে লোকেরা মহানবী (সাঃ)-এর হাতে বয়াত করত, কিন্তু আজকে খলীফার হাতে লোকেদের বয়াত করতে দেখে হৃদয়ে যে গভীর প্রভাব পড়েছে তা তার বর্ণনাতীত।

ক্যামেরুনের একটি স্থানীয় জামাতের একজন মহিলা যিনি জলসার তিন দিনই এর থেকে উপকৃত হয়েছেন, তিনি জলসার শেষে জনগণকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এমটিএ পেয়ে আমরা ভাগ্যবান, এটি একটি টিভি চ্যানেল নয় বরং একটি স্কুল এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়; যেখানে লোকেরা প্রতিদিনই শিক্ষার্জন করে। আমরাও এই তিন দিনে অনেক জ্ঞান লাভ করেছি।.....সবাই এর সদ্ব্যবহার করুন এবং নিজ নিজ বাড়িতে নিয়মিত এটি দেখুন এবং শিশুদেরকেও দেখান; যাতে প্রত্যেকের ইসলামিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে যুগ খলীফার খুতবা ও বক্তৃতা শুনুন যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

আরেকটি মতামত কঙ্গো কিনশাসা থেকেই। হাম্বলী মুসলমানদের ইমামকে আলিবু জামাতে জলসার কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। জলসার শেষে তিনি বলেন, 'আহমদীয়া জামাত যেভাবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) দিয়েছিলেন তা উপস্থাপন করছে, আমার মতে এটি জামাতের স্বতন্ত্র একটি বৈশিষ্ট্য। আমি এখন জামাতে যোগদানের জন্য যেকোনো কিছু করতে চাই, আল্লাহ্ আমাকে এর তৌফিক দান করুন।' মহান আল্লাহ্ তাদের তৌফিক দান করুন।

একজন আলবেনিয়ান যেরে তবলীগ মুসলিম মেয়ে বলতে শুরু করেন যে, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসাটি ছিল একটি অনন্য সাধারণ জলসা যাতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল অসাধারণ। আমি এখনও জামাতে যোগদান করিনি; কিন্তু এই জলসা আমাকে এর গুরুত্ব ও সত্যের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে অনুপ্রাণিত করবে।

একজন অস্ট্রেলিয়ান নবাগত আহমদী বলেছেন যে, 'আলমী বয়াত' আমার জন্য একটি আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা ছিল। আমি সেই সময়ে যে আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম, আগে কখনো সেই অবস্থা অনুভব করিনি, এটি একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ ছিল যা আমাকে মানসিক প্রশান্তি এবং নিশ্চয়তা দান করেছিল।'

ইয়ামেন থেকে আগত শাইমা কাসিম সাহেবা বলেন, আমার জলসার কার্যক্রম দেখে মনে হচ্ছিল যেন আমরা স্বর্গে আছি, ইসলামের রবি আমাদের উপর আবার উদিত হয়েছে এবং আমাদের হৃদয় ও

আত্মাকে সতেজ করেছে। সত্যিকারের বিশ্বাস, ভালবাসা, ঐক্য এবং নৈতিকতার চেতনা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। আমরা নিজেদের থেকে দূরে ছিলাম কিন্তু আমাদের হৃদয় আপনার সাথে ছিল। আমরা একই ঘরে ছিলাম। একজন আহমদী ছাড়া কেউই এই সংযোগকে অনুভব করতে পারে না।.... সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ খিলাফত ব্যবস্থাপনাকে অব্যাহত রাখুন, এটি ছাড়া আমাদের কোন অস্তিত্ব বা উদ্দেশ্য নেই।'

কাবাবিরের একজন আরব মহিলা দুয়া সাহিবা বলেন যে, 'বয়াতের অঙ্গীকারের সময় আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা প্রকৃতপক্ষে যুগের খলীফার সাথে আছি এবং আমাদের মধ্যে কোন দেশ বা সমুদ্র অন্তরায় নেই। আমার মনে হয়েছিল আমার হৃদয় এত আনন্দে ফেটে যাবে।'

বিবিসি'র প্রতিবেদক সাংবাদিক সাউথ এডওয়ার্ড সল্ট বলেন, 'জলসায় আমি দারুণ সময় কাটিয়েছি, আতিথেয়তা ছিল চমৎকার। বিভিন্ন বক্তৃতা শুনতেও খুব ভালো লাগলো, ভবিষ্যতেও আপনাদের সাথে কাজ করবো।'

খুতবা শেষে হুযুর আনোয়ার কানাডার জনাব কুদরতুল্লাহ্ আদনান সাহেবের স্ত্রী মুকাররমা নুসরাত কুদরত সুলতানা সাহেবা, অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সিলসিলার সেবা রত জীবন উৎসর্গকারী জনাব চৌধুরী লতিফ আহমদ ঝামট সাহেব এবং মিরপুর কাশ্মীরের জনাব মুশতাক আহমদ আলিম সাহেবেব গুণাবলীর স্মৃতিচারণ করেন এবং জুমআর শেষে তাঁদের জানাজা গায়েব পাঠ করার ঘোষণা প্রদান করেন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
12 August 2022
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in